২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সংশোধনীর জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাব: আইনের সংশোধন

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
(১)	Business Identification Number (BIN) থাকলেই প্রতিমাসে, ভ্যাট/জিরো রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। ধারা ৮৫ (চ) এর আওতায় ১-১৫ তারিখের মধ্যেই ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে হয় অন্যথায় প্রতিমাসের জন্য ৫,০০০/= টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। জরিমানা প্রদান না করে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী মাসের ভ্যাটের রির্টান জমা করা যাবে না।	জরিমানা প্রদান না করতে পারলেও পরবর্তী মাসের রির্টান/জিরো রির্টান জমা প্রদান করার সুযোগ রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।	কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক আয় না থাকায় অনেকে জিরো রির্টান জমা করে থাকেন। কিন্তু কোন কারণে এক মাস রির্টান জমা করতে না পারলে তাদেরকে পরবর্তী মাসের রির্টান জমা দিতে না দেওয়া ও জরিমানার পরিমাণ বাড়তে থাকায় তাদের Business Identification Number (BIN) কে সচল রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। সে কারণে এক মাসে রির্টান জমা প্রদানে সমর্থ না হলেও পরবর্তী জমা দেওয়া সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এবং জরিমানার অর্থ আদায়ে নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।
(২)	৮৫। (খ) নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (গ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (ঘ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা।(ঙ) ধারা ৯(৫) এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (ঞ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট বা উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র।	এ সকল ধারায় প্রদত্ত জরিমানাকে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।	বিদ্যমান আইনে ধারা পরিপালনে যে ধরনের অনিয়মের বিপরীতে জরিমানার বিধান করা হয়েছে তা খুব গুরুতর নয়, কিন্তু তার বিপরীতে শাস্তির বিধান অনেক বেশি কঠোর। যা কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে এবং ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি করবে। তাই এ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে ব্যবসাকে সহজীকরণ করতে এ সকল জরিমানা হ্রাস করা যুক্তিযুক্তি বলে মনে করছি।
(৩)	উপকরণ কর রেয়াত ধারা ৪৬ (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না, যদি- (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;	ধারা ৪৬ (২) (ক) কে এ ধারা থেকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।	সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের উপকরণ প্রদান করা হলে তার জন্য প্রযোজ্য খরচ কে ন্যায্যতার ভিত্তিতে উপকরণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে রেয়াত প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। তা না হলে প্রকৃত অর্থে সেবার খরচ বৃদ্ধি পায়। সে কারণে পণ্য পরিবহন এর জন্য যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো সরাসরি জড়িত না হলেও সেবা প্রদানে ব্যবহৃত এমন সকল বিষয়কে উপকরণ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে রেয়াত সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে ব্যবসা করার খরচ কমিয়ে সেবার মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখা সম্ভব হবে।

(৪)	ধারা ৬৮। ঋণাত্নক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান, ৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান ৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ ।	ধারা ৬৮, ৬৯ ও ৭০ এর অধীনে ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে প্রকৃত হিসাবে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরৎ প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	ধারা ৬৮, ৬৯, ৭০ এর সারমর্ম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ফেরৎ প্রদানের অর্থ যাহাই হোক না কেন কমিশনার ফেরতযোগ্য অর্থ হইতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায়-দেনা (সুদ, দন্ড জরিমানাসহ) হ্রাস করিবার পরে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার ফেরত প্রদান করতে পারবেন। যা কোন ভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না বরং প্রকৃত হিসাবে যাহা ফেরত প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরত প্রদান করা উচিত। কারণ দীর্ঘ সময় ব্যবসায়ীদের কার্যকরী মুলধন আটকে থাকার ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাব: বিধির সংশোধন

(৫)	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্দ্ধসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্দ্ধসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।	ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে পন্য সরবরাহ খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কারণে ৩ কোটি টাকার উর্দ্ধসীমা খুবই অপ্রতুল। এই সীমা বৃদ্ধির প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।
(৬)	মূসক অটোমেশন	সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক মূসক কার্যক্রম কার্যকরী করা।	বর্তমানে অনলাইন রিটার্নের ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু রির্টান দাখিলের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করা যায় না। ভ্যাটের অনলাইন কার্যক্রমের মধ্যে আপীলাত, ক্রেডিট ফেরত ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এখনও অনলাইনে সম্পন্ন করা যায় না। উল্লেখিত প্রস্তাবমতে সবগুলো বিষয় অনলাইনের আওতায় নিয়ে আসা হলে ভ্যাট কার্যক্রম আরও সহজ হবে।

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাব: মূসক হার সংশোধন

(৭)	তর্কিত আদেশের উপর আপিলের পূর্বে দাবিকৃত করের সীমা হ্রাস করণ (ভ্যাট ও এসডি আইনঃ ধারা ১২২ (২))	আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের ২০% থেকে ১০% হ্রাস করা।	একটি অমীমাংসিত দাবির ২০% পরিশোধ করে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা ব্যবসায়ের উপর আর্থিক চাপ তৈরি করে। সে কারণে আপীলাত ট্রাইবুনালের আবেদনের আগে এই দাবিকৃত কর হ্রাস করা যুক্তি যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও, আয়কর অধ্যাদেশেও একই ভাবে আপলীত ট্রাবুনালে আবেদনের আগে ১০% পরিশোধ করতে হয়।

(৮)	এস.আর.ও নং-২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক তারিখ ২৯/০৬/২০২১ অনুযায়ী সকল সরবরাহের উপর উৎসে মূসক কর্তনের হার ৭.৫% আরোপ করা হয়েছে।	দেশীয় সোলার প্যানেল উৎপাদনকারীদের ক্ষেত্রে সরবরাহকালে উৎসে মূসক কর্তন প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।	সৌর বিদ্যুৎ এদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প খাত, যা শিল্পনীতি ২০১৬ দ্বারা স্বীকৃত। উৎসে মূসক কর্তনে এই খাতের পণ্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচকে প্রভাবিত করে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তথা চাহিদার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই খাতের সরকারের নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে সোলার খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
(৯)	সংশ্লিষ্ট সেবা (শস্য বীমা প্রিমিয়াম সেবা কোড ১০২৭.০০) প্রথম তফসিল, তৃতীয় তফসিল, বিধিমালাতে এবং এস.আর.ও. নং-১৩৬- আইন/২০২৩/২১৩-মূসক, তারিখ: ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২১ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর টেবিল-৪ (সেবা পর্যায়ে) অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারনে, স্থানীও পর্যায়ে করযোগ্য সেবা সরবরাহের উপর ১৫ শতাংশ মূসক আরোপণ করা হচ্ছে।	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৩৬- আইন/২০২৩/২১৩-মূসক, তারিখ: ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২১ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর টেবিল-৪ (সেবা পর্যায়ে) শিরনাম সংখ্যা ১০২৭ সেবা কোড ১০২৭.০০ তে বীমা কোম্পানির অধীনে "শস্য বীমা প্রিমিয়াম" সেবা খাতটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস, আর, ও তে সংযোজন করা প্রয়োজন।	শস্য বীমা প্রকল্পটির বীমা প্রিমিয়াম এর উপর ১৫% ভ্যাট প্রদান করতে হয়। যা এই স্কিমটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরন্তু, ১৫% ভ্যাট প্রদান পণ্যের খরচ বৃদ্ধি করে এবং পরিণতিতে কৃষকদের অধিক ক্রয়মূল্য প্রদানে বাধ্য করে। এমতাবস্থায়, পণ্যের মূল্যহ্রাস এবং কৃষকের কাছে সুলভ মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে "শস্য বীমা" প্রিমিয়াম এর উপর ভ্যাট মওকুফ করা প্রয়োজন।